বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 14 APR 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

দৈনিক জনকণ্ঠ 15

ছাত্র রাজনীতি কি অনতিক্রম্য বৃত্তে আটকে গেছে ?

মোয়াজ্জেম হোসেন/শরিফুজ্জামান পিন্টু

ছাত্র রাজনীতির এখন কি দুঃসময় চলছে? এক অনতিক্রম্য বৃত্তে আটকে পড়েছে ছাত্র সংগঠনগুলো? সাধারণ ছাত্র এবং রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ছাত্র রাজনীতি এখন কি গতিহীন, স্থবির হয়ে পড়েছে? প্রশ্নগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, কলাভবনের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসা আবেগময় ভাষার বক্তৃতা আর উত্তেজক স্লোগানের আবেদন যেন ফুরিয়ে গেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

'ছাত্র রাজনীতি এখন বড় ধরনের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে'—মন্তব্য করলেন মধুর ক্যান্টিনে ছোট্ট টেবিলে দলীয় কর্মী পরিবেষ্টিত এক ছাত্রনেত্রী। ছাত্রলীগের (শা-পা) মাঝারি পর্যায়ের এক নেতা বললেন,

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ছাত্র রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে।

নব্বই-এর ছাত্র আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায় গত চার বছরে ছাত্র সংগঠনগুলোর রক্তাক্ত সংঘাত আর হিংস্র উপদলীয় কোন্দলের বেদনাদায়ক চিত্রের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হয় কারও যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার দিকে। নেতাদের সময় নেই সাংগঠনিক কাজে মনোযোগ দেয়ার। ক্যাডারদের দাপটে রাজনৈতিক কর্মীরা কোণঠাসা। 'নীতিহীন রাজনীতিই এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে'—বললেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী।

ছাত্র রাজনীতির উত্তপ্ত ক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনকে ঘিরে আন্দোলিত ছাত্রসভা এখন চোখে পড়ে কম। ভিতরে ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো চেয়ারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জনস আড্ডায় সময় কাটান নেতাকর্মীরা। কলাভবন প্রদক্ষিণ করা ছাত্রদের মিছিলগুলোও দিনে দিনে কৃশ হচ্ছে। প্রধান বিরোধী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের (শা-পা) সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, আমাদের কর্মসূচীতে ব্যাপক হারে সাধারণ ছাত্রদের সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছি আমরা।

এক নজরে দেখে নেয়া যাক গত চার বছরে দেশের শিক্ষাঙ্গনের চিত্র। '৯১ সাল থেকে '৯৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ৮৪৪ বার ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। নিহত হয়েছে ১১৬ জন। আহতের সংখ্যা ৮ হাজারের বেশি। ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশ জুড়ে আরও অনেক কলেজ, ইনস্টিটিউট ও মেডিক্যাল কলেজ সন্ত্রাসের মুখে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ২০৭ বার। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যেই এই রক্তাক্ত লড়াই যতটা না আদর্শিক, তার চেয়ে বেশি আধিপত্য বিস্তারের। ক্ষমতা এবং টাকার বখরা নিয়ে লড়াই কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে নয়, লড়াই চলে একই সংগঠনের দু' উপদলের মধ্যেও। ছাত্রনেতা বেলাল চৌধুরী বলেন, এসব সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই রাজনীতির যোগটা খুব ক্ষীণ। অর্থ আর ক্ষমতার লড়াইটাই এখানে মুখ্য।

সন্ত্রাসের এই দুষ্ট ক্ষত সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির মধ্যে যেমন দূরত্ব তৈরি করেছে, ছাত্র সংগঠনগুলোকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল এবং নড়বড়ে করে তুলেছে। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ছাত্রসমাজের পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের রাজনীতিতে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেনি। সরকার সমর্থক জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল '৯০-এর পর উপদলীয় কোন্দলে বিপর্যস্ত হয়েছে বার বার। সংগঠনের অর্ধডজন নেতাকর্মী নিহত হয়েছে অন্তর্কলহে। সন্ত্রাসের দায়ে এক কেন্দ্রীয় নেতাকে যেতে হয়েছে কারাগারে। এরশাদ সরকারের আমলের সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং মিলিট্যান্ট এই ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ড স্তিমিত, নেতাকর্মীদের অনেকেই নিষ্ক্রিয়। ছাত্রদলের কর্মীদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় নেতারা বিদেশ সফরে আর নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ায় ব্যস্ত। ডাকসু ভবন তালাবন্ধ। '৯৩ সালে সংগঠনের সর্বশেষ কেন্দ্রীয় সম্মেলন হয়েছে। বর্তমানে ছাত্রদল সভাপতি রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র সফরে, সাধারণ সম্পাদক গেছেন নিজ জেলা ভোলায় জনসংযোগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও শক্তিশালী অবস্থান থাকার পরও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছাত্রদল নেতৃত্বের সম্পর্ক একেবারেই বিচ্ছিন্ন—বললেন একজন মুক্ত ছাত্রদল কর্মী। তার অভিযোগ, লাইসেন্স-পারমিট সংক্রান্ত আর সচিবালয়ে তদবিরের কাজেই সংগঠনের নেতারা বেশি ব্যস্ত।

কিন্তু ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা মনোয়ার হোসেন রানা সংগঠনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তিনি বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে ছাত্রদের রাজপথে নামার কোন প্রয়োজন নেই। সেরকম ক্রান্তিকাল এলে আমরা আবার মাঠে নামব।

বিরোধী ছাত্র সংগঠন হিসাবে গত চার বছরে ছাত্রলীগের (শা-পা) ঘর গোছাবার সুযোগ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু উপদলীয় কোন্দলে উল্টো এই সংগঠনের ঘর বিপর্যস্ত হয়েছে আরও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের শক্তিশালী ঘাঁটি জহুরুল হক হলের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সংগঠনটি সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। সংগঠনের সম্মেলন হয়েছে ৭ মাস আগে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি।

ছাত্রলীগ (শা-পা) সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা, দলীয়করণ, সাধারণ ছাত্রদের সমস্যা—এসব নিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

বাম ঘেঁষা ৭টি ছাত্র সংগঠনের জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গড়ে উঠেছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের সংগঠিত প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে। কিন্তু মূলত সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে এই জোট কোন আন্দোলনই গড়ে তুলতে পারেনি। এই জোটের শরিক সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী বলেন, '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ছাত্রদের নশ দফার সঙ্গে বিএনপির বিশ্বাসঘাতকতা এবং নীতিহীন রাজনীতির কারণেই সাধারণ ছাত্ররা রাজনীতির প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্তমান সঙ্কটের কারণে ছাত্রদের মধ্যে আবার আন্দোলনমুখী মনোভাব গড়ে উঠছে। ছাত্রঐক্য ফোরামের নেত্রী মোশরেফা মিশু বলেন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা যারা গড়ে উঠেছি, ছাত্র রাজনীতিতে তাদের এখন দুঃসময়। সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে এখন রাজনীতির কোন ইনভলবমেন্ট নেই।

ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আসলাম খান বলেন, এক ধরনের ছকবাঁধা রাজনীতি আর গৎবাঁধা স্লোগানের মধ্যে আমরা আটকে গেছি। কাগজ সঙ্কটের মতো এতবড় ইস্যু নিয়েও আমরা বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারিনি। এটাকে চরম ব্যর্থতাই বলতে হবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মন্তব্যে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ এবং উষ্মা স্পষ্ট। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র মনির হোসেন বলেন, ছাত্রদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় ছাত্র সংগঠনগুলো কোন ভূমিকাই রাখছে না।

কুয়েত-মৈত্রী হলের আবাসিক ছাত্রী ফেরদৌসী আলম লুনার ক্ষোভ কেবল ভোটের সময় ছাত্র সংগঠনগুলো আমাদের সমস্যার খোঁজখবর নেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের তফাতটা কোথায়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মাহুদ চৌধুরী বলেন, জাতীয় রাজনীতি আর মূল দলের হাইকমান্ডের দেহুড়েবৃত্তিতে ছাত্র সংগঠনগুলো ব্যস্ত। ছাত্রদের সমস্যার ব্যাপারে যারা উদাসীন তাদের ছাত্র সংগঠন বলা যায় কি না সন্দেহ।